আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১

৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচন ইশতিহারে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনেও সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৫.৬%; যা ২০০৮ সালে ছিল ৪৮.৮%। উন্নয়নের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর ও কর্মমুখী করে জনসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের উন্নয়ন। একজন মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন ও কর্মদক্ষ তথা উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে পরিণত করার মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। আর মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য মৌলিক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। জ্ঞান-নির্ভর ও উৎপাদনশীল জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন দেশে সাক্ষরতার প্রসার তথা নিরক্ষরতা দূর করা ও উৎপাদনশীল নাগরিক সৃষ্টি করা।

"Literacy for a Human-centred Recovery: Narrowing the Digital Divide."-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ পালন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ জনিত মহামারী পরিস্থিতিতে এ বছরের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশও এ দিবস পালন করা হয়।

সাক্ষরতা বলতে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান বা স্বাক্ষর করা নয়। বরং সাক্ষরতা বলতে বোঝায় 'মাতৃভাষায় পড়তে পারা, অনুধাবন করতে পারা, লিখতে পারা, লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা এবং গণনা করতে পারা'। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো প্রয়োজনীয় সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জন করা। সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জন উন্নয়নের সোপান। দেশের উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা অপরিহার্য। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ সচেতন হয়, স্বনির্ভর হয়, স্বাস্থ্য সূচকের উন্নয়ন ঘটে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। সাক্ষরতার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মেধা, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতা বিস্তারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সারা দেশে সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। দেশব্যাপী সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচি জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়। সাক্ষরতা বিস্তারে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে; যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। এ আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধান হলো: (ক) ৮-১৪ বছর বয়সের শিশু, যারা কখনো স্কুলে যায়নি বা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়েছে তাদের সাক্ষরতা দান এবং (খ) ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সের নারী- পুরুষ; যারা কখনো স্কুলে যায়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে বা নব্য-সাক্ষর হয়েছে বা চাহিদাভিত্তিক জীবন- দক্ষতা ও জীবিকায়ন-দক্ষতা অর্জন অব্যাহত রাখতে চায় তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার বিধান আছে। এই বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা বা মৌলিক শিক্ষা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বোর্ডের আওতাভুক্ত। যে সকল প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত, সে সকল প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন এবং শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান করাও এই বোর্ডের পরিধিভুক্ত।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: নির্ধারিত সংখ্যক কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা এবং মৌলিক সাক্ষরতা অর্জনকারী নব্য-সাক্ষরকে কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। দেশের ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৫৯,৪৪১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদান কার্যক্রম প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৪টি উপজেলায় ৩৫,০০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এই কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ৬টি জেলায় ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ শিশুর শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য ৫৩টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু জরিপ কার্যক্রম চলমান আছে। জেলা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ৮ হতে ১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিকভাবে জরিপকৃতদের তালিকা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় জীবন-জীবিকা নির্বাহে চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে কাজ করা একান্ত জরুরী।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনাক্রমে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতাধীন কার্যক্রম চলমান আছে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদান করে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করা হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি এবং আমাদের এ উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য আমরা সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোঃ আতাউর রহমান
মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৪ ভাদ্র ১৪২৮
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য "Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide" বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নিরক্ষরতা জীবন-জীবিকা নির্বাহে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৫.৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৪.৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২১ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। একইসাথে, ৮ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সী বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী এবং যারা কখনও স্কুলে পড়াশুনা করেনি এরূপ ১০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

সমগ্র বিশ্ব আজ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিপর্যস্ত। মহামারীর কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেন্টারসমূহ ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ আছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' ও 'বাংলাদেশ বেতার'-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান অনুষ্ঠান 'ঘরে বসে শিখি' প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪' তে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সাক্ষরতা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ভাদ্র ১৪২৮
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মধ্যেও এ বছর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ উদযাপিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৬ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে। এসডিজি হচ্ছে- "মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা"। এ বছর কোভিড-১৯ কে বিবেচনায় নিয়ে সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য "Literacy for Human-Centred Recovery: Narrowing the Digital Divide" নির্ধারণ করা হয়েছে- যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। সে আলোকেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও ও অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা-কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি আশা করি করোনা ভাইরাসের কারণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা আমরা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবো।

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে শিশুবান্ধব শিখনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে অথবা বিদ্যালয়ে যায়নি এমন ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ তৈরির মাধ্যমে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৫.৬%। এখনও ২৪.৪% জনগণ নিরক্ষর। তাই সবার আগে প্রয়োজন তাদেরকে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করা। সে লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ বৎসর হতে তদুর্ধ্ব বয়সী নিরক্ষরদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও ৮ থেকে ১৪ বৎসর বয়সী ঝরে পড়া ও কখনো স্কুলে যায়নি এ রকম ১০ লক্ষ শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য পিইডিপি-৪ এর আওতায় "আউট অব স্কুল চিলড্রেন" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ২১ লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জাকির হোসেন এমপি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ভাদ্র ১৪২৮
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide"। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন জরুরি। বিশেষভাবে, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করে ২০৪১ সালের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার কর্তৃক প্রণীত ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)-তে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী সাক্ষরতা (functional literacy) কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বয়স্ক ও গণশিক্ষাসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা ও জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৫.৬ শতাংশ হয়েছে; যা ২০১০ সালে ৫৬.৮ শতাংশ ছিল। মুজিববর্ষে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২১ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ও যারা কখনও স্কুলে পড়াশুনা করেনি এমন ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ বন্ধ থাকায় 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' ও 'বাংলাদেশ বেতার'-এর মাধ্যমে পাঠদান সম্প্রচার করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় সম্পৃক্ত রাখা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় জীবন ও জীবিকায়ন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)-তে জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশ্বিক ধারনার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৪-এ জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম উৎসাহিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুততর সময়ের মধ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাহআল্লাহ।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
Bangladesh Parliament

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি (১০ দিনাজপুর-৫)
সভাপতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি
সদস্য, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
সদস্য, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক নির্বাহী কমিটি
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সিনেট সদস্য, বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনালস।

২৪ ভাদ্র ১৪২৮
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "Literacy for Human-Centred Recovery: Narrowing the Digital Divide".

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ । এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৫.৬%। এখনও ২৪.৪% জনগণ নিরক্ষর। সে লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ বৎসর হতে তদুর্ধ্ব বয়সী নিরক্ষরদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও ৮ থেকে ১৪ বৎসর বয়সী ঝরে পড়া ও কখনো স্কুলে যায়নি এ রকম ১০ লক্ষ শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় "আউট অব স্কুল চিলড্রেন" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিরকীতে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে; যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শুধু বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করেই থেমে থাকলে চলবে না। স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যুব নারী-পুরুষকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। করোনা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থবির করে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রগামীকরণের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং মানব উন্নয়নের নিমিত্ত সাক্ষরতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথ প্রশস্ত হবে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত অঙ্গীকারের আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী কৌশল অবলম্বন করে নিরলসভাবে কাজ করবে এ প্রত্যাশা করছি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(**মোস্তাফিজুর রহমান,** এমপি)

---

unesco **Message**

Beatrice Kaldun
Head of Office and
UNESCO Representative to Bangladesh

Since 1967, every year on 8 September, the world has come together to celebrate the International Literacy Day tomark achievements towards a more literate and sustainable world, and to reiterate theemancipating power of literacy for individuals, communities and societies.

Amid the pandemic, the International Literacy Day 2021 with the theme **"Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide"**, aims touphold the right to literacy and foster a resilient system for the acquisition of literacy and digital skills.

The Covid-19 pandemic has affectedmillions of learners in Bangladesh with a long school closure which is still being maintained. This situation has accelerated efforts in deploying distance learning to maintain learning continuity which is a priority of the Government of Bangladesh.

Spearheading such efforts has been quick but not easy.Semi- and non-literate young people and adults who tend to face intersecting disadvantages are at higher risk of being left behind.

We need to strengthen the integration of youth and adult literacy programmes into the national response and recovery plan from a lifelong learning perspective and through narrowing the digital divide in connectivity, infrastructure, and skills. And we need to emphasize the centrality of the interplay between literacy and digital skillsto access information, sustain livelihoods and meaningfully participate in digitalized learning, life and work.

On this International Day, UNESCO congratulates the Government of Bangladesh for its remarkable achievements in literacy. UNESCO stands ready to provide continued support to the government in achieving a resilient system for the acquisition of literacy and digital skills.

Beatrice Kaldun
Head of Office and
UNESCO Representative to Bangladesh

"Literacy for a Human-centred Recovery: Narrowing the Digital Divide"